# ৯৫ অধ্যায়; পর্যালোচনা ৩
# মূসা, আল্লাহ্‌র পাক-শরীয়ত; হিজরত ১-২০, ইত্যাদি

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান "ধার্মিকতার পথ" আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

আমরা আজকে চিন্তা করেছি যে, নবীদের বার্তা সম্পর্কে আমাদের পর্যালোচনা চালিয়ে যাবো যা আমাদের কাছে সেই সুখবর প্রকাশ করে যে কিভাবে একজন গুনাহ্‌গার আল্লাহ্‌র সম্মুখে ধার্মিক হতে পারে। আমরা এখনো তৌরাত পর্যালোচনা করছি, যা আল্লাহ্‌ মূসার দিলে দিয়েছিলেন। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, যারা সত্য জানতে চায় তাদের কাছে মূসার তৌরাত খুব গুরুত্বপূর্ণ; এটি হচ্ছে ভিত্তি, যাতে আমরা যা শুনে থাকি তা যাচাই করে দেখতে পারি যে আসলে এটি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে কিনা। তৌরাতের শুরুতে আমরা দেখেছি যে, কিভাবে আমাদের পূর্বপুরুষ আদম গুনাহ্‌ করেছিলেন। তার গুনাহ্‌ মারাত্মক রোগের মত সকল বংশধরদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, দুঃখ এনেছে, মৃত্যু এনেছে এবং চিরস্থায়ী শাস্তি এনেছে যার বিষয়ে আল্লাহ্‌ আগে থেকেই সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু আমরা আল্লাহ্‌র শুক্রিয়া জানাই, কারণ কিতাব বলে: "শরীয়ত দেওয়া হল যাতে অন্যায় বেড়ে যায়, কিন্তু যেখানে অন্যায় বাড়ল সেখানে আল্লাহ্‌র রহমতও আরও অনেক পরিমাণে বাড়ল।" (রোমীয় ৫:২০ আয়াত) হ্যাঁ, যেদিন আদম এবং হাওয়া গুনাহ্‌ করেছিলেন সেদিন আল্লাহ্‌ ঘোষণা করেছিলেন যে একদিন তিনি দুনিয়াতে আদম সন্তানদের গুনাহের অভিশাপ থেকে নাজাত দেয়ার জন্য একজন নাজাতদাতকে পাঠাবেন।

আমাদের শেষ অধ্যয়নে আমরা দেখেছি, আল্লাহ্‌ **ইব্রাহিমকে** আহ্বান করেছিলেন, ওয়াদা করেছিলেন যে ইব্রাহিমের মধ্য দিয়ে এক **নতুন জাতির** সৃষ্টি হবে, যে জাতির মধ্য দিয়ে সকল নবীগণ এবং নাজাতদাতা উঠে আসবেন। এইভাবে ইব্রাহিম ইসাহাককে জন্ম দিলেন, ইসাহাক ইয়াকুবকে জন্ম দিলেন যার বারোজন ছেলে ছিল, যাদের মধ্য দিয়ে **বনি-ইসরাইলদের** বারো গোষ্ঠি তৈরী হয়েছে।

আসুন আমাদের পর্যালোচনা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক। আসুন দেখা যাক আল্লাহ্‌ কিভাবে ইব্রাহিমের বংশধরদের অর্থাৎ বনি-ইসরাইলদের তাঁর সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌র ধার্মিক বিচার হতে পালানোর জন্য তাদের কোন পথ বেছে নিতে হবে তা দেখিয়েছিলেন। আমাদের আজকের পাঠের নাম হচ্ছে **"আল্লাহ্‌র পাক-শরীয়ত।"**

আমরা তৌরাত শরীফ অধ্যয়নে দেখেছি যে, চারশত বছরের জন্য আল্লাহ্‌ বনি-ইসরাইলদের মিসরে গোলাম হতে দিয়েছিলেন আর এই বিষয়টি আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমকে অনেক আগেই বলেছিলেন। আল্লাহ্‌র নিরূপিত সময়ে তিনি বনি-ইসরাইলদের কাছে মূসাকে পাঠিয়েছিলেন। মূসা ছিলেন বনি-ইসরায়েলীয় কিন্তু তিনি বড় হয়েছেন ফেরাউনের বাড়িতে যে ছিল মিসরের দুষ্ট বাদশাহ্‌। আল্লাহ্‌ মূসাকে ফেরাউনের কাছে বলতে পাঠিয়েছিলেন, "আমার লোকদের যেতে দাও যেন আমার এবাদত করতে পারে!" কিন্তু ফেরাউন কথা শুনেনি বরঞ্চ ঠাট্টা করেছিল এবং বলেছিল,

"কে এই মাবুদ? আমি কখনো বনি-ইসরায়েলের লোকদের যেতে দেবো না!" এইভাবে, আল্লাহ্‌ তাঁর শক্তি এবং গৌরক ফেরাউনকে ও মিসরীয়দের জানিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ নয়টি মারাত্মক মহামারী তাদের দিয়েছিলেন। যাইহোক এই চিহ্ন ও কেরামতী দেখেও ফেরাউন তওবা করেনি এবং মূসার কথা মান্য করেনি। আল্লাহ্‌ মূসাকে বলেছিলেন, "আমি আরো একটি মহামারী ফেরাউনের জন্য এবং মিসরীয়দের জন্য আনবো। তারপর, সে তোমাদের যেতে দিবে!" আপনি কি সেই মহামারী স্বরণ করতে পারেন? হ্যাঁ, সকল বাড়িতে **প্রথমজাত ছেলের মৃত্যু**।

এইভাবে, আল্লাহ্‌ ফেরাউনের বাড়ির এবং মিসরীয় সকল বাড়ির প্রথমজাত ছেলে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু তিনি বনি-ইসরাইলদের প্রথমজাত ছেলেকে নাজাত দিয়েছিলেন কারণ তারা আল্লাহ্‌র হুকুম অনুসারে কোরবান করা **মেষের রক্ত** তাদের দরজার উপর মাখিয়েছিল। আল্লাহ্‌ নিজে ওয়াদা করেছিলেন: "সকাল পর্যন্ত তার কোন কিছুই ফেলে রেখো না। যদি কিছু বাকী থাকে তবে তা আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে। (হিজরত ১২:১০ আয়াত) এইভাবে, মেষের রক্তের কারনে আল্লাহ্‌ বনি-ইসরাইলদের বাদ দিয়ে গিয়েছিলেন যার কারনে তাদের ঘরের প্রথমজাত মারা যায়নি। এইভাবে আল্লাহ্‌ ফেরাউনের হাত থেকে বনি-ইসরাইলদের রক্ষা করেছিলেন। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে, উদ্ধার-ঈদের গভীর একটি অর্থ রয়েছে, যা ফেরাউনের হাত থেকে রক্ষা পাবার চেয়েও গভীর। কিতাব বলে: "অন্য লোকেরা যাতে দেখে শিখতে পারে সেইজন্যই তাঁদের উপর এই সব ঘটেছিল। আর আমরা যারা সমস্ত যুগের শেষ সময়ে এসে পড়েছি, সেই আমাদের সাবধান করবার জন্যই এই সব লেখা হয়েছে।" (১ করিন্থিয় ১০:১১ আয়াত) বনি-ইসরায়েলীয়েরা তাদের ঘরের দরজার উপর রক্ত মাখিয়েছিল যেন আল্লাহ্‌ মিসরীয়দের প্রথমজাত ছেলেকে মেরে তাদের উদ্ধার করতে পারে এই কাহিনীর সবই ছিল একটি ছবির মত। এটি ছবি ছিল যে, আল্লাহ্‌ একটি নাজাতের পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যেন শয়তানের হাত থেকে গুনাহ্‌গারদের নাজাত দিতে পারেন। শয়তান ফেরাউনের চেয়েও দুষ্ট তত্ত্বাবধায়ক। আল্লাহ্‌র কালাম আমাদের দেখায়, আদমের সকল সন্তানেরা হচ্ছে **গোলামের** মত। হয়তো আপনারা কেউ কেউ চিন্তা করছেন, "হ্যাঁ, আমরা আল্লাহ্‌র গোলাম!" কিন্তু প্রভু ঈসা ইঞ্জিল শরীফে যা ঘোষণা করেছেন তা এর সাথে মিলছে না। প্রভু ঈসা বলেছেন, "ঈসা তাঁদের এই জবাব দিলেন, "আমি সত্যিই আপনাদের বলছি, যারা গুনাহে পড়ে থাকে তারা সবাই **গুনাহের গোলাম**।" (ইউহোন্না ৮:৩৪ আয়াত) এইভাবে আদমের সকল সন্তানেরা গুনাহের গোলাম এবং তারা শয়তানের গোলামও কারণ শয়তান হচ্ছে গুনাহের কর্তা। একটি বিষয় অবশ্যই বুঝতে হবে, যারা শয়তানের দাসত্ব করে তাদের নিজে থেকে পালিয়ে যাওয়ার পথ নেই! গোলাম কি নিজে থেকে স্বাধীন হতে পারে? সে কি তার কর্তাকে কিছু দিয়ে চলে যেতে পারে? এটি করতে পারে একজন ভাল কর্তা কিন্তু শয়তান এরকমটি করবে না। ফেরাউনের মত, শয়তানও তার নিজের ইচ্ছায় গোলামদের স্বাধীন করবে না। কখনো না! আমরা আদমের সন্তানেরা কতটা অভিশাপগ্রস্ত। কেউ কি আছে যিনি আমাদের শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করবে কারণ শয়তান সবাইকে গোলাম করে রেখেছে? হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র

প্রশংসা হোক, একজন **নাজাতদাতা আছেন**! আল্লাহ্‌ আমাদের কাছে একজনকে পাঠিয়েছেন যিনি আমাদের স্বাধীন করতে পারেন। তিনি হচ্ছেন ক্ষমতাময় এবং ধার্মিক নাজাতদাতা ঈসা মসীহ্‌, যিনি বেহেশত থেকে এসেছেন, যার বিষয়ে সকল নবীগণ সাক্ষ্য দিয়েছেন। তৌরাত শরীফে আমরা পড়েছি যে, আল্লাহ্‌ কিভাবে শয়তানের মস্তক পবিত্র নাজাতদাতার মধ্য দিয়ে চূর্ণ করার ওয়াদা করেছিলেন, যিনি একজন কুমারীর গর্ভে জন্ম নিবেন। জবুর শরীফে আমরা শুনেছি, কিভাবে দাউদ নবী লিখেছিলেন, নাজাতদাতাকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে ডাকা হবে যাকে খুব ভয়ঙ্করভাবে হত্যা করার জন্য ধরিয়ে দেয়া হবে, তাকে অত্যাচার করা হবে এবং তাঁর পায়ে এবং হাতে পেরেক মারা হবে। তিনি হচ্ছেন ঈসা, মরিয়মের পুত্র যিনি একটি নিখুঁত জীবন কাটিয়েছেন, ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং কবর থেকে আবারো উঠে এসেছেন। হ্যাঁ ঈসাই হচ্ছেন গুনাহ্‌গারদের নাজাতদাতা যিনি নবীদের লেখা পূর্ণ করেছেন। আল্লাহ্‌র কালাম ঈসাকে বলে, **"আল্লাহ্‌র মেষশাবক।"** উদ্ধার-ঈদে যেমন মেষকে জবেহ্‌ করা হয় তেমনি তিনি আমাদের বিচারের হাত থেকে নাজাত দেয়ার জন্য রক্ত ঝড়িয়েছেন। আনুমানিকভাবে, আল্লাহ্‌ যে মেষশাবকের রক্তের মাধ্যমে বনি-ইসরাইলদের উদ্ধার করলো সেই প্রথম উদ্ধার ঈদের পাঁচশত বছর পর আল্লাহ্‌ আদম-সন্তানদের ধার্মিক নাজাতদাতা ঈসাকে ক্রুশে বিদ্ধ করতে দিয়েছিলেন। উদ্ধার-ঈদের সময় তারা ঈসাকে ক্রুশে দিয়েছিল। এইভাবে, ইব্রাহিমের প্রতিকী কোরবানি পূর্ণ করেছিলেন {ঈদ-উল-আয্‌হা}, ঈসা প্রতিকী উদ্ধার-ঈদও পূর্ণ করেছিলেন। যারা তাকে ক্রুশে দিয়েছিল তারা এড়িয়ে যাওয়ার ভান করছিল কিন্তু আল্লাহ্‌ দুনিয়া সৃষ্টির পূর্বে মসীহের কোরবানির পরিকল্পনা করেছিলেন। (প্রকাশিত কালাম ১৩:৮; প্রেরিত ৩:১৭ আয়াত দেখুন) ঈসা ছিল নিখুঁত এবং চূড়ান্ত কোরবানি। ঈসার রক্ত ছিল সঠিক মূল্য যার দ্বারা আল্লাহ্‌ আদম-সন্তানদের গুনাহের কর্তৃত্ব থেকে রক্ষা করেছেন। কিতাব বলে:

"আমাদের উদ্ধার-ঈদের মেষ-শাবক মসীহকে কোরবানী দেওয়া হয়েছে।" (১ করিন্থিয় ৫:৭ আয়াত)

যখন আমাদের কোন শক্তিই ছিল না তখন ঠিক সময়েই মসীহ্‌ আল্লাহ্‌র প্রতি ভয়হীন মানুষের জন্য, অর্থাৎ আমাদের জন্য প্রাণ দিলেন। কোন সৎ লোকের জন্য কেউ প্রাণ দেয় না বললেই চলে। যিনি অন্যের উপকার করেন সেই রকম লোকের জন্য হয়তো বা কেউ সাহস করে প্রাণ দিলেও দিতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌ যে আমাদের মহব্বত করেন তার প্রমাণ এই যে, আমরা গুনাহ্‌গার থাকতেই মসীহ্‌ আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। (রোমীয় ৫:৬-৮ আয়াত) উদ্ধার-ঈদের কাহিনী শেষ করার পূর্বে আমাদের জানা প্রয়োজন পাক-শরীয়ত আমাদের কি শিক্ষা দেয় যা আল্লাহ্‌ বনি-ইসরাইলদের দিয়েছিলেন। আমরা তৌরাতে পেয়েছি, কিভাবে আল্লাহ্‌ তাঁর পবিত্রতা এবং গৌরব, মূসার কাছে এবং বনি-ইসরাইলদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন মরুভূমির তুর পাহাড়ে আগুন, বিদ্যুৎ এবং আলোর মাধ্যমে। এইভাবে আল্লাহ্‌ বনি-ইসরাইলদের দশটি শরিয়ত এবং আরো অনেক শরীয়ত দিয়েছিলেন যাকে বলা হয় মূসার শরীয়ত। আল্লাহ্‌ তাদের এই বলে হুকুম করেছিলেন: **"তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে সমস্ত দিল, সমস্ত প্রান এবং সমস্ত মন দিয়ে মহব্বত করবে:** তোমাদের সামনে আর কোন দেবতা থাকবে না!

তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্যে কোন মূর্তি তৈরী করবে না। তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র নামের অপব্যবহার করবে না! বিশ্রামবারকে পবিত্র বলে স্বরণ করবে! **নিজের মত করে তোমাদের প্রতিবেশীকে মহব্বত কর:** তোমাদের আব্ব-আম্মাকে সম্মান কর! হত্যা কর না! জেনা কর না! চুড়ি কর না! প্রতিবেশির বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ দিয়ো না! প্রতিবেশীর কোন কিছুতে লোভ কর না। এবং এই শরীয়তের সাথে আল্লাহ্‌ আরো একটি শরীয়ত যুক্ত করেছিলেন: "যে লোক সমস্ত শরীয়ত পালন করেও **মাত্র একটা** বিষয়ে গুনাহ্‌ করে সে সমস্ত শরীয়ত অমান্য করেছে বলতে হবে।" (ইয়াকুব ২:১০ আয়াত) "সেই লোক বদদোয়াপ্রাপ্ত, যে শরীয়তে লেখা প্রত্যেকটি কথা পালন করে না। তাহলে দেখা যায়, যারা শরীয়ত পালন করবার উপর ভরসা করে তাদের সকলের উপরে এই বদদোয়া রয়েছে।" (গালাতীয় ৩:১০ আয়াত) এই শরীতগুলো আল্লাহ্‌ মূসাকে ঘোষণার জন্য দিয়েছিলেন!

শ্রোতাবন্ধু, আপনি কি আল্লাহ্‌র পাক-শরীয়তগুলো নিখুঁতভাবে চিন্তায়, কথায় এবং কাজে ধারণ করেছেন? আপনার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কি এগুলো পালন করেছেন? প্রত্যেক দিন-ঘন্টা, রাত-দিন আপনাকে মাবুদ আল্লাহ্‌কে সমস্ত দিল, প্রান এবং মন দিয়ে মহব্বত করতে হবে। নিজের মত করে প্রতিবেশিকে ভালবাসতে হবে! আপনি কি এই পাক-শরীয়ত পূর্ণ করেছেন? আমরা প্রত্যেকেই জানি আমরা তা সঠিকভাবে পূর্ণ করিনি! পাক-কিতাব বলে: "ধার্মিক কেউ নেই, একজনও নেই।" (রোমীয় ৩:১০ আয়াত) যদি আমরা বলি আমাদের মধ্যে গুনাহ্‌ নেই তবে আমরা নিজেদের ফাঁকি দিই। তাতে এটাই বুঝা যায় যে, আমাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র সত্য নেই। (১ ইউহোন্না ১:৮ আয়াত) গুনাহের স্বভাব নিয়ে জন্ম নেয়ার কারনে আমরা কেউ আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত চলতে পারিনি। কেউ কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে: আমাদের কেউ মূসার শরীয়ত পূর্ণ করতে পারেনি, তাহলে কেন আল্লাহ্‌ আমাদের তা দিলেন? আল্লাহ্‌ কি সবাইকে শাস্তি দিতে চান? না। আল্লাহ্‌ হচ্ছেন মহব্বত এবং তিনি চান না যেন কেউ ধ্বংস হয়! তাহলে তিনি গুনাহগারদের কেন এই শরীয়ত দিলেন যদিও তিনি জানতেন, কেউ এইসকল পূর্ণ করতে পারবে না। তাহলে সেই শরীয়ত গুলোর উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ্‌ কিতাবে তার উত্তর দিয়েছেন: "শরীয়ত পালন করলেই যে আল্লাহ্‌ মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করবেন তা নয়, কিন্তু শরীয়তের মধ্য দিয়েই মানুষ **নিজের গুনাহের বিষয়ে চেতনা লাভ করে**।" (রোমীয় ৩:২০ আয়াত) "কিন্তু পাক-কিতাব সব মানুষকেই গুনাহের জন্য দোষী বলে স্থির করেছে, যেন ঈসা মসীহের উপর যারা ঈমান আনে তারা তাদের সেই ঈমানের ফলে ওয়াদা-করা দোয়া পেতে পারে।" (গালাতীয় ৩:২২ আয়াত)

এইভাবে, আমরা আবিষ্কার করেছি যে, আল্লাহ্‌ গুনাহ্‌গারদের জন্য তাঁর শরীয়ত দিয়েছিলেন যেন তারা বুঝতে পারে যে তাদের মধ্যে কতটা অপূর্ণতা রয়েছে এবং ঈসাকে আমাদের কতটা প্রয়োজন তা উপলব্ধি করতে পারে যিনি আমাদের গুনাহের অভিশাপ বহন করেছেন। আল্লাহ্‌ মূসাকে যে শরীয়ত দিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণভাবে দুনিয়াতে শুধু ঈসা মসীহ্‌ পালন করেছেন। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, ঈসা মসীহ্‌ আদম-সন্তানদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিলেন কারণ তিনি দুনিয়ার লোকদের গুনাহের স্বভাব তুলে ধরেছিলেন। ঈসা ছিলেন আল্লাহ্‌র চিরস্থায়ী কালাম,

যিনি বেহেশত থেকে এসেছিলেন এবং কুমারী মায়ের গর্ভে জন্মেছিলেন। ঈসা আমাদের মত একটি দেহ গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু আমাদের গুনাহের স্বভাব গ্রহণ করেননি। এইজন্য যখন তিনি দুনিয়াতে ছিলেন তখন বলতে পেরেছিলেন: "এই কথা মনে কোরো না, আমি তৌরাত কিতাব আর নবীদের কিতাব বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসি নি বরং পূর্ণ করতে এসেছি।" (মথি ৫:১৭ আয়াত) আপনি কি শুনেছেন, ঈসা কি বলেছেন? এটি একটি গভীর এবং বিস্ময়কর সত্য। ঈসা বলেছেন, তিনি দুনিয়াতে মূসাকে দেয়া পাক-শরীয়ত পূর্ণ করতে এসেছিলেন। আপনি কি এর অর্থ বুঝতে পারেন? **ঈসা আমাদের জন্য তাই করেছেন যা আমরা আদম-সন্তানেরা কখনো নিজের জন্য করতে পারতাম না!** তিনি আল্লাহ্‌র পাক-শরীয়ত **পূর্ণ করেছেন**, তিনি **শরীয়তের অভিশাপ বহণ** করার জন্য এবং আল্লাহ্‌র ধার্মিক বিচার থেকে নাজাত দেয়ার জন্য ক্রুশে নিজের রক্ত ঝড়িয়েছেন!

ঈসার মারা যাওয়ার কথা ছিল না কারণ তিনি কখনো গুনাহ্‌ করেননি। যাইহোক, আল্লাহ্‌ নবীদের মাধ্যমে যে ওয়াদা করেছিলেন তা পূর্ণ করার জন্য ঈসা নিজের ইচ্ছায় তাঁর জীবন আমাদের জন্য দিয়েছেন। আর আমাদের গুনাহের ঋন পরিশোধের জন্য নিজের রক্ত ঝড়ানোর পর আল্লাহ্‌ তাকে তিন দিনের দিন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন!

পাক-কিতাবে এই সম্পর্কে কি লেখা আছে তা শুনুন। কিতাব বলে: "যারা মসীহ্‌ ঈসার সংগে যুক্ত হয়েছে আল্লাহ্‌ তাদের আর শাস্তির যোগ্য বলে মনে করবেন না... মানুষের গুনাহ্‌-স্বভাবের দরুন শরীয়ত শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল, আর সেইজন্য শরীয়ত যা করতে পারে নি আল্লাহ্‌ নিজে তা করেছেন। তিনি গুনাহ্‌ দূর করবার জন্য নিজের নিষ্পাপ পুত্রকে মানুষের স্বভাব দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন এবং তাঁর পুত্রের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গুনাহের বিচার করে তার শক্তিকে বাতিল করে দিলেন।" (রোমীয় ৮:১, ৩ আয়াত) শ্রোতাবন্ধু, আপনি এখন কিসের উপর আশা করে আছেন? আল্লাহ্‌ আপনাকে ধার্মিক নাজাতদাতার বিষয়ে যে সুখবর দিয়েছেন যিনি আপনার গুনাহের শাস্তি বহন করেছেন, আপনি কি তার উপর ভরসা করে আছেন? নাকি আপনি এখনো আপনার ভাল কাজের উপর নির্ভর করছেন? আল্লাহ্‌র কালাম যা প্রকাশ করছে তা ভুলে যাবেন না। পাক-কিতাবে লেখা আছে, "সেই লোক বদদোয়াপ্রাপ্ত, যে শরীয়তে লেখা প্রত্যেকটি কথা পালন করে না।" তাহলে দেখা যায়, যারা শরীয়ত পালন করবার উপর ভরসা করে তাদের সকলের উপরে এই বদদোয়া রয়েছে.....**শরীয়ত অমান্য করবার** দরুন যে বদদোয়া আমাদের উপর ছিল, মসীহ্‌ সেই বদদোয়া নিজের উপর নিয়ে আমাদের **মুক্ত** করেছেন। পাক-কিতাবে এই কথা লেখা আছে, "যাকে গাছে টাংগানো হয় সে বদদোয়াপ্রাপ্ত.....আল্লাহ্‌ মানুষকে এত মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর **ঈমান আনে** সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।" (গালাতীয় ৩:১০, ১৩ আয়াত; ইউহোন্না ৩:১৬ আয়াত)

আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ.....

## ৯৫ অধ্যায়; পর্যালোচনা ৩
## মূসা, আল্লাহ্‌র পাক-শরীয়ত; হিজরত ১-২০, ইত্যাদি

পরবর্তী অনুষ্ঠানে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, নবীদের কিতাব সম্পর্কে আমাদের পর্যালোচনা শেষ করবো এবং দেখবো, কিভাবে ঈসা মসীহ্‌ নবীদের ভবিষ্যতবানি পূর্ণ করেছিলেন যা আদম-সন্তানদের জন্য নাজাতের এবং শান্তির দরজা খুলে দিয়েছে।

আজকের অধ্যয়ন স্বরণ করানোর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ আপনাকে রহমত দান করুন এবং কালামের এই ওয়াদা স্বরণ করিয়ে দিয়ে আপনাকে সাহায্য করুন:

**যারা মসীহ্‌ ঈসার সংগে যুক্ত হয়েছে [পাক-শরীয়ত তাদের শাস্তির যোগ্য বলে মনে করে না।]** (রোমীয় ৮:১ আয়াত)